একজন ইঞ্জিনিয়ার আমাকে কাজ দেবে বলে এখানে নিয়ে এসেছে, তবুও তারা আমাকে রেহাই দেয় না। অবশেষে হোস্টেলের ভিসি আসে এবং আমার কথা শুনে আমার পরিচিত কারও ফোন নাম্বার চায়। আমি আমার ছোট বোনের স্বামীর নাম্বার দিলে বোন এবং বোন জামাই সেখান থেকে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। সাথে সাথে সিদ্ধান্ত নেই আমি আবার চিকিৎসা গ্রহণ করবো বারাকা নামক মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে। পূর্বে বারাকার কথা শুনলেও ৪ মাস মেয়াদী চিকিৎসা শুনে আসতে সাহস হয়নি। কিন্তু এবার সিদ্ধান্ত নিলাম ৪ মাসের জন্য চিকিৎসা নেবো। চিকিৎসা শেষে এখন আমি মাদক মুক্ত সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় জীবন যাপন করছি। ভাবি আরো আগে কেন বারাকায় চিকিৎসা নিলাম না।

একদিন একজন মাদকাসক্তি থেকে সুস্থতা প্রাপ্ত বন্ধুর সাথে রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। হঠাৎ ইউনিভার্সিটির এক ছোট ভাই রিক্সা থেকে নেমে এসে জড়িয়ে ধরে আমার কুশল জানতে চায়। চিকিৎসা শেষ করে আমি এখন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ হয়েও নিজেকে পরিচয় দেবার মত কিছু খুঁজে পাচ্ছিলাম না, কিছুই উত্তর দিতে পারিনি সেদিন। দীর্ঘ ১১ বছর জীবন থেকে কিভাবে শেষ করে ফেললাম? এই দীর্ঘ সময় আর কি কোন ভাবে ফিরে পাবো? দীর্ঘ সময়ের ক্ষতি কি কোন ভাবে পুষিয়ে নিতে পারবো? আজ আমার সামনে অসংখ্য প্রশ্নবোধক চিহ্ন। জীবন থেকে দীর্ঘ সময় হারিয়ে ফেললেও আমি আবার নতুন করে জীবন শুরু করার স্বপ্ন দেখি। পুনর্বাসন চিকিৎসা পদ্ধতির শিক্ষা, বারাকার ষ্টাফ ও কাউন্সেলরদের পরামর্শ আবার আমাকে ঘুরে দাঁড়িয়ে দৃঢ় মনোবল নিয়ে সামনে হাঁটার আলো দেখায়।

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

এক মুক্তিযোদ্ধার গল্প

[৩৮ পৃ: পর]

না, এই হয় না, এটা আমি সহ্য করতে পারব না বলে চিৎকার করে উঠে দীপু। দীপু এই ঘটনা সহ্য করতে না পেরে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয় এবং মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। দীপু তার গ্রাম থেকে চলে যায় অন্য গ্রামে। সেখানকার মানুষগুলি সবাই আনন্দ করছে। কারণ বহু সাধনার বিজয় তারা পেয়েছে। কিন্তু দীপু বুঝতে পারে না কেন তারা এরকম করছে?

নতুন গ্রামে দীপুকে কেউ চিনে না। বয়স্করা একটু কথা বললেও আর কেউ তার কাছে আসে না। ছোটরা দীপুকে পাগল বলে মনে করে। খাওয়া-দাওয়া, গোসল কিছুই হয় না। চেহারাটা যেন রোগা রোগা হয়ে গেছে। দাঁড়ি, চুল যেন পাখির বাসায় ন্যায় দেখাচ্ছে। অনেকদিন যাবৎ চুল, দাঁড়ি কাটা হয় না। দীপুর চেহারা এতই খারাপ হল যে কেউ হঠাৎ দেখলে মনে করবে পাগল। দিন দিন সেও বেশী বেশী পাগলামী করছে। ইতিমধ্যে গ্রামে সবাই তাকে পাগল বলে জানে।

গ্রামের ছোটরা পাগল পাগল বলে দীপুকে দৌড়াতে থাকে। বয়স্করা এসে দৌড়ানোর কারণ জিজ্ঞেস করলে ছোটদের মধ্য থেকে একজন উত্তর দেয়, 'ওই পাগলটি আমাদের একজনকে গলায় টিপ দিয়ে মারতে চেয়েছিল।' ইতিমধ্যে দীপু বনের মধ্যে পালিয়ে থাকে। কারণ দীপু বুঝতে পারে তাকে সবাই মারতে চাচ্ছে। সময় সুযোগ মত দীপু বেরিয়ে আসে, খাবার পেলে খায়, না হলে খায় না।

কয়েকদিন পর ছেলে মেয়েরা রাস্তার পাশে একটি লাশ দেখতে পেল। আগ্রহ সহকারে তারা গিয়ে দেখে সেই পাগলের লাশ। ছেলেরা গ্রামের সবাইকে জানালো পাগলটি যে মারা গেছে।

ভাসানিয়া জাগ্রত যুব সংঘ

স্থাপিত ঃ ১৯৮২ ইং
পোঃ নাগরী, থানাঃ কালিগঞ্জ, জেলাঃ গাজীপুর।

BHASNIA JAGRATA JUBO SANGHA
ESTD : 1982
P.O : NAGARI, P.S : KALIGONJ, DIST : GAZRPURE

একতা শিক্ষা সেবা প্রগতি

বিষয় ঃ ভাসানিয়া জাগ্রত যুব সংঘের ২৫ বছরের জুবিলী পালন।

সুধী,

ভাসানিয়া জাগ্রত যুব সংঘের পক্ষ হতে প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইল। অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আগামী ২৮ মার্চ ২০০৮ খ্রীষ্টাব্দ রোজ শুক্রবার সংঘের ২৫ বছরের জুবিলী পালন করা হবে।

অতএব, উক্ত জুবিলী দেশে বিদেশে অবস্থানরত ভাসানিয়াবাসী তথা সকলে সাদরে আমন্ত্রিত।

-ঃ অনুষ্ঠানসূচী ঃ-
● মহা খ্রীষ্টযাগ ● স্মরণিকা উন্মোচন
● সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ● স্মৃতিচারণ
● সম্মাননা প্রদান ● নাটক (সংসার আদালত)

সাংগঠনিক শুভেচ্ছান্তে

জুয়েল জে, রোজারিও
সভাপতি, ভাসানিয়া জাগ্রত যুব সংঘ

টারজান যোসেফ রোজারিও
সেক্রেটারী, ভাসানিয়া জাগ্রত যুব সংঘ

প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী

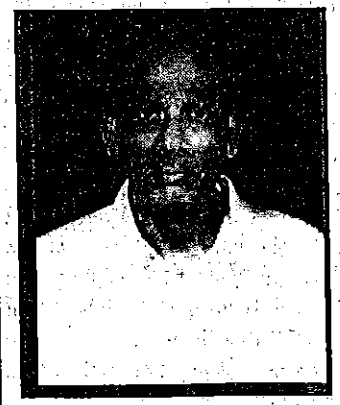

স্বর্গীয় সেন্টু ইনোসেন্ট রোজারিও
জন্ম : ২৪-০৫-১৯৫০ খ্রীঃ মৃত্যু : ২০-০৩-২০০৭ খ্রীঃ
বাগদী, নাগরী ধর্মপল্লী

'হে মানুষ তুমি ধূলি
ধূলিতেই মিশে যাবে'

এই চরম সত্য কথাটি এটাই মনে করিয়ে দেয় একদিন আমাদের সবাইকে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। রয়ে যাবে শুধু স্মৃতিগুলো। সময়ের আবর্তনে চলে গেল একটি বছর। তুমি আমাদের মাঝে নেই কিন্তু আমাদের শোকার্ত হৃদয় আজও খুঁজে বেড়ায় তোমাকে, তোমার রেখে যাওয়া স্মৃতিতে। (তুমি সর্বদা থাকবে আমাদের অন্তরে, স্মৃতির মণিকোঠায়)। তোমার ভালবাসা, সরলতা ও ক্ষমা করার গুণটা আমরা যেন আয়ত্ব করে জীবন পথে চলতে পারি। আমাদের আশীর্বাদ করো।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে,
মা : আন্না রোজারিও
স্ত্রী : বিমলা গমেজ, বোন : সেলিন ও সিঃ রেবা, ভাই : ফাঃ এপোলো, মেয়ে : মাধবী ও সিঃ সেবাষ্টিনা, ছেলে : লিভিংস্টোন ও কাউন্ট, মেয়ে জামাই : জয়

বিজ্ঞ/১৮৩/০৮